হৃদয়ের কথা অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়েই। লিখুন আপনার ভালোবাসার কথা, ভালো লাগার কথা কিংবা না বলা সেই কথাটি। আপনার আহবানে দোলা লাগতেও পারে কারো হৃদয়ে...

মা, মা গো – তো মা র কা ছে যা বো!

সন্তানের কোনো অমঙ্গল হলে বাবা-মা ঠিকই টের পায়। এতটাই গভীর সে বন্ধন। অথচ আমরা ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে সেই বন্ধনকে অন্য কারো জন্য খুব সহজেই ভেঙে ফেলি, নিজেদের মুখটাকে অনেক বড় করে দেখি স্বার্থপরের মতো। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তি–প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মকে অস্বীকার করি না। তারপরও মনে হয় কিছু একটা করার ছিল, এতটা স্বার্থপর না হলেও চলে। ভেতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করি। কিন্তু সেই কিছুটা যে কি– তা ভেবে বের করার মতো মানসিক স্থিরতা খুঁজে পাই না। এমনকি স্বার্থপরতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে 'তোমরা কেমন আছো? আমরা ভালো আছি'– কাজের ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে বাবা-মাকে এটুকু লিখে জানানোরও প্রয়োজন মনে হয় না। এভাবেই দিন চলে যায়। আমরাও একদিন বাবা-মা হবো। আমাদের সন্তানরা একদিন আমাদেরকে এভাবেই কষ্ট দেবে। খুব মা'র কথা মনে পড়ছে। ছোটবেলায় মা জ্বর হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত আহ! পরম নির্ভরতা! কি শান্তি! মা, তুমি কেমন আছো? আমি একটুও ভালো নেই। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, কান্নার সোঁ সাঁ গর্জন। যে কোনো সময় ঝড় উঠে ভেঙেচুরে যাবে বুক আমার। সেই ছোটবেলার মতো তোমার কোলে মাথা রাখতে ইচ্ছে করে। মনে হয় তোমার কাছে থাকলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেতো– যত কষ্ট, যত অসুখ সব কিছু ধুয়ে মুছে যেতো তোমার হাতের ছোঁয়ায়। কিন্তু তোমার কাছে যাবো যাবো করে আমার আর যাওয়া হয় না। মা আমার দূরে বসে এই অস্থিরতা ঠিকই টের পায়। আমার জন্য কষ্ট পায়। আমার বাবা প্রতিবার জায়নামাজে বসে দোয়া করে আমার ছোট মামনি যেন সুখে থাকে। হ্যাঁ, আমি তো খুব সুখে ছিলাম। কখন যে এক বিষ বীজ বুকে এসে বাসা বাঁধলো, আমার মুখের প্রাচুর্য চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়লো। কতদিন, কত বছর বয়ে বেড়াতে হবে এই মৃত্যুবীজ, আমি জানি না। ধুঁকে ধুঁকে এভাবে আমি মরতে চাই না, বাঁচতে চাই না দীর্ঘকাল। আমি চাই একটু শান্তি, মা'র কোলে মাথা রাখলে যে শান্তি, সেশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে চাই তাড়াতাড়ি। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমাকে ভালোবাসো যারা তারা সুখে থাক। দীর্ঘজীবী হও– এই দোয়াই করি।

দীবা, মীরপুর

হে রু দ্র : প্র কৃ ত ব ন্ধু খুঁ জ ছি

পর্দার আড়ালে বিস্মৃতির অতলে লুকিয়ে থাকা কোনো শব্দ বা শব্দমালা দিয়ে আমার লেখনির যাত্রাপথের শুভ উদয় হবে তা এখনও অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে আমার কলমের সঞ্চিত অব্যক্ত কান্নার মাঝে তবে আমার জীবনযাত্রাই পবিত্র নামক অমীয় প্রণয়টি সূত্রপাত ঘটিয়ে স্বগৌরবে উচ্চারিত করেছে কয়েকটি শব্দের সংমিশ্রণে অমৃত সুধাসম একটি নাম, যে নামটি হয়ে থাকবে আমার জীবনে জীবন্ত শব্দগুচ্ছ। আর সেটি হচ্ছে আমার একজন প্রকৃত বন্ধুর। যে নামটি আমার শূন্য জীবনে হাহাকারের মতো খুঁজছে, সেই বন্ধুর নাম খুঁজে পেয়েছি সে হচ্ছে রুদ্র। শত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ বন্ধুর চিঠি পেয়ে মনে হচ্ছে, এ যেন উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে কিনারা খুঁজে পাওয়া। তাই আমার মনে এ স্মৃতিটুকু বেঁচে থাকবে সত্য স্মৃতি জীবনের বাস্তব তুলির টানে। মানব হৃদয় যেন মুক্ত আকাশের স্বাধীন পাখি, তাইতো শত বাধার জাল বিদীর্ণ করে বীরদর্পে অগ্রসর হয় কোনো এক অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটনে। হয়তো তারই সূত্র ধরে আমার এ হৃদয়টা আজ হারিয়ে যেতে চাচ্ছে কোনো এক মায়াবীর অন্তরালে। খুঁজে পেতে চাচ্ছে একটু প্রশান্তির ছায়া। আর সেটা যদি হয় কোনো প্রকৃত বন্ধুর তা হলে তো মহাসুখের, আর আমি সেটাই খুঁজছি। অনেক কিছু লিখলাম। এবার তোমার কথায় আসি। তুমি কি কর, তোমরা ক' ভাই-বোন। বাবা-মা কি করেন জানাবে এবং তোমার পছন্দের জিনিসগুলো কি কি জানাবে। সামনে পরীক্ষা তাই বেশি কিছু লিখছি না। আশীর্বাদ করবে।

সাবিত্রী, ঢাকা

আমার ভালোবাসা

স্কুল জীবন শেষে সবেমাত্র কলেজে পা রেখেছিলাম। ঐদিনই তোমার সঙ্গে পরিচয়। কিছুদিন না যেতেই আমরা ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম। তখন আমরা পড়তাম চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে, সব সময় কলেজের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে চলে যেতাম। প্রধানত নিউ মার্কেট, নিউ রেল স্টেশন, কর্ণফুলীর তীর, সুজনের বাসা ছিল আমাদের বিচরণক্ষেত্র। তোমার সঙ্গে যতটা সময় পার করতাম ততটা গর্ব ও আনন্দ করতাম। যদিও তোমাকে আমি জানাতে পারিনি আমার ভালোবাসার কথা কিন্তু বন্ধুরা তো একে একে সবাই বলেছিল আমার মনের লুকানো সুপ্ত বাসনাটা। ঐদিনগুলোতে তুমি হ্যাঁ/না কিছু বলোনি। আমিও বলতে সাহস করতাম না কারণ তোমাকে আমি প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসতাম যা কাউকে বুঝতে দিতাম না। যতদিন কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছিলাম ঐ সময়ে যত File তৈরি করেছি সবই Panna 1, Panna 2 এভাবেই আমার ভালোবাসাকে জীবন দিয়ে রেখেছিলাম। আজ আমি কুয়েত প্রবাসী হয়ে জীবনযাপন করছি। প্রবাস জীবন যে কতো বেদনাদায়ক তা প্রবাসীরাই বোঝে।

প্রিয় আজ আর তেমন কিছু চাওয়ার নেই।, যদি এই লেখা চোখে পড়ে আমার ঠিকানায় পত্র লিখো, ২০০০ পাঠকবর্গকে লিখার আমন্ত্রণ। বন্ধু/বান্ধবী সবাই লিখতে পারেন, উত্তর ৯৯%। আমার ই-মেইলেও যোগাযোগ করতে পারেন, anwarulashraf@hotmail.com সবগুলো ছোট হাতের হবে, আপনাদের পত্রের অপেক্ষায় রইলাম কিন্তু। পান্না ভালো থেকো I Love you.

Anowarul Ashraf Chy.
P.O. Box No 937, Code no. 15460
Dasman, Kuwait.

তোমাকে পাবো বলে

তোমাকে তোমার জন্মদিনে জানাই হৃদয় সুপ্ত বিনিময়হীন ভালোবাসার শুভেচ্ছা। বকুল ফুলের সুরভির মতোই ভালোবাসা আমার, চির অবিনাশী যার সুরভি। ক্ষণিকের স্রোতে আমরা হয়তবা অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলাম এটা কি ভালোবাসা তা আমার জানা নেই। নিজের অজান্তেই হারিয়ে গিয়েছিলাম তোমার মাঝে, হয়তবা তোমার ভিন্নতাই সৃষ্টি করেছিল ভালোলাগার, চেয়েছিলাম তোমার মুখে ভালোবাসার স্নিগ্ধ হাসি ফোটাতে, ফলশ্রুতিতে নিজেই পেয়েছি বেদনাকে সাথী হিসাবে। ইচ্ছে হলে ফোন কিংবা ২০০০-এ যোগাযোগ করো। সুখে থেকো, নাহয় তন্দ্রালোকেই ভালোবেসে যাব তোমাকে। সুখে থেকো চিরকাল এই আমার শুভকামনা। বিধাতার কাছে এটাই প্রার্থনা আমার। তোমাকেই পাব আমি আমার সুকরুণ বেহালার মাঝে সুগভীর রাতের সুরভিতে।

কৌশিক

ভাবতে চাই

পৃথিবীটা আজ খুব বড় বলে মনে হয়। স্বদেশ থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। এই বিশাল পৃথিবীর কোথাও কি এমন কেউ নেই যার বন্ধুত্ব পেয়ে আমি ভাবতে পারি যে, যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন অন্তত একজন হলেও আমাকে মনে রাখে। হয়তো আমিও।

Sujon, C/O. Asad Alam Bepery
131 Rue Marcadet, Paris-75018
France, Pho- 0033675850116

মনের দুয়ার হতে হৃদয় জানালায়

অনন্ত যৌবনা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কচি নাম যখন 'বিচিত্রা' ছিলো সেই হীরন্ময় সময় হতেই আমার দৃষ্টি উড়ে চলতো এর সবক'টি পৃষ্ঠায়; যাতে আজও সমানভাবে আছে ভালোবাসায়, আছে খুঁজে বেড়ানো অন্তরের ভেতরে ও বাইরে। মিতু'র (ফরিদা) সাথে আমার ভালোবাসার উদ্বোধন হয়েছিলো অধুনালুপ্ত বিচিত্রার কালো অক্ষরের শুভ্র জমিনে। মিতু, এই মিতু, মেয়েটি আমার এক জীবনের সর্বোত্তম পাওয়া। যেমনিভাবে সহসা যা হয়, আমাদের দু'জনার বেলায় তেমনভাবে হয়নি। নীরব উচ্চারণের নিভৃত কোলাহলে প্রচন্ড প্রত্যয় ও শুদ্ধতম ভালোবাসায় সাতটা বছর চিঠির অবনীতে পথ চলতে হয়েছিলো। স্রোতের বিপরীতে পাল তোলা নৌকার মতো অপেক্ষার বর্ণহীন কষ্ট আর হৃদয়ের উর্বর মৃত্তিকায় ভালোবাসার বৈভব নিয়ে একটা সময় প্রণয়ের ঘাটে নোঙর করেছে জীবন। স্বপ্নরা স্বপ্নিল হয়ে অভিবাদন করলো দু'জনকে। অনুভূতি, অনুভব এবং প্রেমের নাব্যতায় প্রিয়ার চুলের ঘ্রাণ, ভালোবাসার নির্যাস নেয়া ও দেয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠ পবিত্রতায়। জানতে শিখেছি, প্রাণের সুকুমার বৃত্তি এবং দু'জন দু'জনাকে বুঝতে পারায় স্বচ্ছতার ঐশ্বর্য থাকলে জীবন পারে জীবনকে অতিক্রম করতে। সংসার জগতের সব অভিযাত্রায় আমরা শেয়ার করছি আমাদের দায়বদ্ধতা। অর্থকড়ির মাত্রায় আমাদের অনেক কিছুই নেই; নেই প্রতিপত্তি, বিত্ত, প্রাচুর্য অথবা প্রচুর টাকা। কিন্তু আমাদের যা আছে তা ক'জনার থাকে? আছে আকাশ পরিমাণ ভালোবাসার সুবিন্যস্ত প্রেম, প্রচন্ড মমতা, অগাধ বিশ্বস্ততা এবং নির্লোভ অথচ উচ্চকিত জীবন যাত্রার উচ্ছল পরিভ্রমণ। বাবা, বোন, ভাই, মা, স্বজন, পরিজন সবার কাছে আমরা জীবন জাগানো পরমাত্মীয়; প্রিয় বন্ধুরা আত্মার আত্মীয় হয়ে তেমনই আছে যেমনটি থাকার কথা। আজকের এই সাপ্তাহিক ২০০০ তার স্বভাবজাত হৃদয় জানালা দিয়ে (তখনকার সময়টায় বিচিত্রায় হৃদয় জানালা বিভাগটা যদিও ছিলো না) শাহেদ ও মিতুকে নিয়ে এসেছে প্রাণের অন্তঃপুরে। অনেকগুলো বছর পর আজ 'হৃদয় জানালায়' আমাদের এই অনুপম সুখ ও সুন্দরকে লেখার অন্যরকম একটা অনুষঙ্গও রয়েছে। জীবন জগতের প্রান্তরে অনেকেরই হৃদয়ের পাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পাই, শুনতে পাই অনেকের সূচনা গড়ার আয়োজন। আমার এই পরিজনদের জন্যে আহ্বান; কোনো মোহ, অন্ধ অনুরাগ, অস্বচ্ছ নিবেদনকে পরিহার করে শুদ্ধ, প্রাণময়, বিশ্বস্ত সম্মান দিয়ে ভালোবাসা সাজাতে পারলে জীবন আপনাকে অভিনন্দন জানাবে। এরপরও যদি কষ্টও আসে তখন জানবেন জীবন জীবনই; কোনো পাপবোধ বা অস্পৃশ্যতা আপনার মহিমাকে কখনোই দহন করতে পারবে না। এটাও তো আপনার জন্যে ভিন্নতর এক সম্মান। মানব-মানবীকে দুঃখবিলাসী না হয়ে জীবনমুখী হতে পারাটাই যথার্থ উত্তরণ।

সাপ্তাহিক ২০০০ সেই সেতু গড়ে দিলো 'হৃদয় জানালায়' তার অমর্যাদা বা অপব্যবহার করার মতো সংকীর্ণতা এসে মানবিক বোধকে যেনো মৃত্যু ঘটিয়ে না দেয়। আমার জীবনভূমির মানচিত্র তৈরিতে আমি তৎকালীন বিচিত্রার উন্নত সংস্করণ সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে অনেক কৃতার্থ। প্রিয়া বউকে সংসার দ্বীপে নিষ্ঠুর নির্বাসনে রেখে আজকের এই সময়টায় আমার কর্মময় অবস্থান ভিনদেশে। আমার একটা ফোন কল পাবার জন্যে প্রিয়া অপেক্ষার সময় গোনে প্রতিদিন প্রতিরাত। প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ওর নয়ন প্রেমাস্পদের চিঠির জন্যে। বরকে লেখা চিঠিতে, ফোনের শব্দকম্পনে ওর নিত্য অনুযোগ, 'আমার অর্ধেক জীবন গেলো ভালোবেসে অর্ধেক যায় অপেক্ষায়'। আজো অপেক্ষার এই নির্মম যাতনা দু'জনার হৃদয় ভিজিয়ে দেয় কষ্টের বর্ষণে। ভালোবাসা দুর্নিবার স্রোতস্বী হয়ে আকুল, কখন পৌঁছবো নিজদের সাজানো সংসার স্বর্গে। মন ব্যাকুল হয়ে রয় দূর্বাঘাসে সবুজ অরণ্য ঘেরা দেশমাতৃকার জন্যে। এই মরুভূমিতে আজকের এই জীবন যাপনে বড় বেশি তৃষিত আমি আমার প্রিয়জনদের সান্নিধ্যের পিয়াসায়। এতো বিশাল সুখের এতো এতো সৌকর্য নিয়েও আমার কতো বেশি কষ্ট কেমন করে তা বুঝানো হয়? এলোমেলো ভাবনার করিডর হতে অনেকটা অপ্রস্তুতভাবেই চিঠি দিলাম 'হৃদয় জানালায়'। মেঠো সোঁদার আনচান করা শুভেচ্ছায় চুপিসারে বলি, 'যাও পাখী বলো তারে সে যেনো ভোলে না মোরে'।

শাহেদ, Jeddah, Saudi Arabia

পরাজিত জীবন

পরাজিত জীবন আমার। আজ আমি অন্ধকারের মাঝে ডুবে গেছি। চারদিকে শুধু কষ্টের দেয়াল। এক দিন এ জীবনে ভুবনমোহিনী নারীর প্রেম, ভালোবাসা ছিলো। আজ সেই ভালোবাসা হারিয়ে গেছে। যাকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম, আজ সে বহু দূরে। মেহেদিরাঙা হাতে লাল বেনারসি শাড়ি পরে নাগরদোলার দুলে সোনালি বাসরে স্বামী দেবতাকে সুখী করেছে। বিজয়িনী হয়ে রাজা, রাজ্য দুই-ই জয় করেছে। যখন জানলাম তারই পছন্দ করা এক ছেলেকে সে বিয়ে করেছে। তখন চোখের নোনা জলে বুকটা ভিজে গেলো। ভাবলাম– তাহলে কি এতোদিন সে আমার সাথে ভালোবাসার নাটক করেছে। তার প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে আমার সুন্দর জীবনটাকে ধ্বংস করে দিলাম। আজ আমি জীবন্মৃত। ক্লান্ত, অবসন্ন জীবনটাকে নিয়ে আজ আমি বিরাট এক ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আছি। সাহারা মরুভূমির ধু ধু বালির স্তূপ এ বুকে। আটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউ তরঙ্গ খেলে এ বুকে। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ হতে হতে আজ আমি বড়ই ক্লান্ত। এ প্রবাসে সেই হারানোর দিনের সুখময় স্মৃতিগুলো আজ আমাকে তাড়া করে, কষ্ট দেয়। ভুবনমোহিনী নারীর অধর, চিবুক আর ঝিলিক ঝরা হাসি আজও আমাকে কষ্ট দেয়। এই বেদনাক্লিষ্ট দুঃখময় জীবন থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। অন্ধকার থেকে আলোর মিছিলে নতুন সূর্যকে আলিঙ্গন করতে চাই। বুকের সব কষ্টকে দূরে ঠেলে দিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে চাই। প্রবাসের একাকিত্বকে ভালোবাসার ফ্রেমে বন্দী করতে চাই। এমন কি কেউ আছেন যারা আমার পরাজিত জীবনটাকে একটু আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে মাতিয়ে রাখবেন। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবো ঘর বাঁধার।

Abdullah Al Mamun
125 Rue du Fbg du Temple
75010 Paris, France

ক্ষণিকের রাজকন্যার প্রতি

গত বর্ষ ৩ সংখ্যা ২২-এ আপনার লেখা 'এ কেমন মোহ' পড়লাম। পড়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। মনের অজান্তে কখন কেঁদে ফেলেছি জানি না। পড়ে অবাক হয়েছি– মানুষ মানুষকে এত বড় কষ্ট, এত বড় আঘাত দিতে পারে! এমনকি, নোংরা অপবাদ, ব্লাকমেইলের বস্তু করতে দ্বিধা করেনি আপনার সেই রাখাল বালক। ধিক্কার জানাই আপনার রাখাল বালকের চরিত্রকে। কিন্তু আপনার ভালোবাসার রাখাল বালককে নয়। কারণ আপনার ভালোবাসার মানুষকে অপমান করার কোনো অধিকার নেই আমার। আমি আপনার ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা জানাই। আপনার প্রেম সত্য, পবিত্র, মহৎ। তা চিরদিন বেঁচে থাকবে। ছোট ভাই হিসাবে একটা অনুরোধ, ভেঙে পড়বেন না আপনি। সামনের আরও কঠিন দুর্গম পথকে অতিক্রম করার জন্য নতুন প্রাণ সঞ্চার করুন। কে বলেছে আপনি জীবনযুদ্ধে হেরে গেছেন? আপনার মত মহৎ হৃদয় কি কখনো হারতে পারে? নাকি হেরেছে কখনো?

শুভাকাঙ্ক্ষী, কোনো এক ভাই, খুলনা

অনিন্দিতা রোজ, রাজশাহী'কে বলছি

২৫ আগস্ট সংখ্যায় আপনার লেখা পড়ে ভাবলাম, আপনাকে একজন সাহসী রমণীর গল্প শোনাই। ১৯৮২ সালে সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পার হওয়া আমার দূরসম্পর্কের এক খালার বিয়ে হয়ে যায়। সহজ-সরল ও লাজনম্র এই বধূটি শ্বশুর বাড়িতে গিয়েই বৈরী পরিবেশের মধ্যে পড়ে যান। আপনার মতো ওনাকেও স্বামীর প্রচন্ড অত্যাচার সহ্য করতে হয়। অবশেষে অনেক ঝড়-ঝাপটার পরে দুই বছরের মাথায় কোনো সন্তানাদি ছাড়াই ওনাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিছুদিন পরে ওনাকে আবার বিয়ে দেয়ার জন্যে তোড়জোর শুরু হলে উনি সবাইকে চমকে দেন বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে। বরং আবার পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে ওনার পিতার অনুপ্রেরণায় যথাসময়ে বিএ পাস করে স্থানীয় এক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ইতিমধ্যে ওনাদের সংসারে আবার দুঃখের ঝড় নেমে আসে। ওনার বাবার মৃত্যু হয়। ওনার বাবার মৌসুমী শস্যের একটা ছোটখাটো ব্যবসা ছিলো। পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে সংসারের হাল ধরতে শিক্ষকতার পাশাপাশি ওই ব্যবসাও চালিয়ে যেতে থাকেন। সাহায্যকারী হিসেবে স্থানীয় ও বিশ্বাসী হিন্দুধর্মের একজনকে সাথে রাখেন।

তারপরের ইতিহাস শুধুই সংগ্রামের। আপনার যদি গ্রামীণ পরিবেশ সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও থাকে তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন, কতোরকম বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মাঝে ব্যবসা নামের এই নিষিদ্ধ ব্যাপারটি (মেয়েদের জন্যে) ওনাকে চালিয়ে যেতে হয়েছে। তবে এতসব করে সুখ ও সম্মান দুটোই যথেষ্ট পেয়েছেন। ছোট দুই ভাইয়ের একটির পড়াশোনা শেষে চাকরি ও বিয়ে দুটোই হয়েছে। আরেকটি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাবার মৃত্যুর পরে প্রায় ১১ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে ৩৪ বছর বয়সে তিনি নিজের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করেন শয্যাশায়ী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে।

দীর্ঘকাল ধরে ঘটে যাওয়া ওনার জীবনের এই ঘটনাগুলো আমাদের এলাকায় বিভিন্ন সময়ে প্রচুর মজাদার ও রসালো কথকতার জন্ম দিয়েছে। অনেক সমালোচনা হয়েছে কিন্তু উনি সবসময় অটল থেকেছেন নিজের বিশ্বাসে। তাঁর সামনাসামনি কেউ কখনও কটু কথা বা অসম্মানজনক কোনো কিছু বলতে সাহস পায়নি। শ্বশুর বাড়ির দুই বছরের অত্যাচার তার ব্যক্তিত্বকে এতোটাই প্রখর করে দিয়েছিলো। ফুটফুটে এক সন্তানের মা এই রমণীর চোখে-মুখে এখন পরিপূর্ণ আনন্দ ঝলমল করে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বেড়াতে গিয়ে তাই-ই দেখেছি।

আমার এই খালার ইতিহাস হয়তো আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকের কাছে আন্‌কমন বলে বিবেচিত হতে পারে। আপনাকে আমি অতোদূর যেতে বলছি না। তবে বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আপনার ব্যথায় সমবেদনাও জানাতে পারছি না। এর কারণ, এতে আপনি নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে সংকল্প করেছেন তাকেই অবমাননা করা হবে। আমি শুধু আপনাকে আগল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে একটু সাহসী হয়ে ওঠার মন্ত্রণা দেবো। আপনার লেখায় বোঝা যাচ্ছে আপনি ইতিমধ্যেই অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছেন। তবুও বলছি, আপনারই ভাষায় চিরাচরিত স্বভাবমত নীরব থাকার আর সবকিছু মেনে নেয়ার প্রবণতা আজই ঝেড়ে ফেলুন। পৃথিবী আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। নিজের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করুন, নিজেই নিজের প্রেরণা হোন। সংকল্পে অটল থাকুন, দেখবেন সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে।

অযাচিতভাবে আপনাকে কিছু উপদেশ দিলাম, প্রবাসী শ্রমিকের এই ধৃষ্টতা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন এই আশা রইলো।

Asif Hossain
Litro Industry S/B, 19, Per, Selat Selatan, Sobenajaya
42000 Port Klang, Malaysia

সুচরিতাসু

আপনার সমস্যার রয়েছে রকমফের। এই সমস্যা হতে পারে ভালোবাসার, হতে পারে পারিবারিক। অথবা চাকরি ক্ষেত্রে জটিলতা। বলতে পারছেন না কাউকে। কিন্তু পরামর্শ প্রয়োজন। লিখুন সুচরিতাসুকে। উত্তর, সমাধান পাবেন এখানেই...

সমাধান চাই

সুচরিতাসু,

আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী। এ সময় মানুষরূপী এক নরপশু আমাকে জোর করে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করে। অনেক কাকুতি মিনতি করে রেহাই পাইনি। তারপর এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত আমাকে এভাবে নির্যাতন করতো। প্রায় মাসে দুই তিন বার তার সাথে মিলিত হয়েছি।

বর্তমানে আমি ডিগ্রি পরীক্ষা দেবো। তারপর আমার মাসিক প্রতি মাসেই হয়েছে, অন্য কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু প্রিয় 'সু' আমি ঐ শয়তান নরপশু থেকে এখন অনেক দূরে থাকি। আমি যদি বর্তমানে অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করি-- তাহলে কি সে বুঝতে পারবে, যে আমি ধর্ষিতা। তাই আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, আপনি এ সমস্যার সমাধান দেবেন। আর আমি অনেকের কাছে থেকে শুনেছি জরায়ুতে একটি পর্দা থাকে। সে পর্দা ছিঁড়ে গেলে না কি বোঝা যায়। জানি না আমি ঠিক বলছি কিনা। তাই খুব তাড়াতাড়ি সমাধান চাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

সুচরিতার উত্তর : যাকে সতীচ্ছেদ হওয়া বলে এটা এক ধরনের 'মিথ'। বহু মেয়ের নানা কারণেই সতীচ্ছেদ হতে পারে। ওটা না থাকায় কিছু প্রমাণ হয় না। তবে আপনি যে ছেলেটিকে বিয়ে করবেন ভাবছেন তাকেও বিষয়টি অবগত থাকতে হবে। আপনি নিজের মনে কোনো ধরনের অপরাধবোধ রাখবেন না। সঙ্কোচ করে চলবেন না। নিজের কাছে স্পষ্ট থাকবেন।

ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং বিয়ে

সুচরিতাসু,

৮ম শ্রেণী হতে আমরা ৫/৬ বন্ধু/বান্ধবী এক সাথে স্কুলে যেতাম। কিন্তু এদের মধ্যে একটি মেয়েকে হঠাৎ করে ভালো লাগে। কিন্তু মুখে বলিনি। তাকে বিভিন্ন উপহার দিতাম, সে নিতো এবং একবার আমাদের বাড়িতে দাওয়াত দিলে সে আসে। তার প্রতি আরো দুর্বল হয়ে পড়ি। স্কুলের বিদায় অনুষ্ঠানে সে আমার ডায়েরিতে লেখে 'আমি তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি, তোমারই থাকব।' তাকে চিঠি দেওয়ার সাহস কখনো ছিল না। কিন্তু ঐ লেখার পরদিন আমি তাকে একটি চিঠি দিই। তাকে ভালোবাসি এটা বোঝাবার জন্য তার সামনে হাতে ব্লেড দিয়ে ওর নাম পর্যন্ত লিখি। কিন্তু সে আমাকে এড়িয়ে যায়। সে আমাকে বলে যে, আমাকে নাকি শুধু বন্ধুত্বের আসনেই বসিয়েছে। অনেক বোঝানোর পরও তাকে একমত করাতে পারলাম না। সে আমাকে তার ফ্যামিলি স্ট্যাটাসের উদাহরণ দেয়। তারপর তাকে আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। তাছাড়া আমি হিন্দু আর ও মুসলিম। কিন্তু ভালোবাসার মধ্যে প্রথাগত ধর্ম নয়, মানব প্রেমই মুখ্য। তাকে বলতে চাই-- 'কত ভালোবাসা ছিলো তোমার জন্য রাখা, সে কথা তুমি যদি জানতে, বুক চিরে দেখাতে পারলে লুকিয়ে তুমিও কাঁদতে।' একমাত্র তোমার জন্যই আমি আজ কোনো মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ছিঃ!

রাজীব
মির্জাপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

সুচরিতার উত্তর : আপনার উত্তর প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিজেকে প্রকাশ করতে চান, নিজের কথা মেয়েটিকে জানাতে চান। কিন্তু মেয়েটির কথা বুঝতে চান না। হাত কেটে বুক চিরে অন্য একজনকে ভালোবাসাতে কি বাধ্য করা যায় বা উচিত। না, মেয়েটি বিশ্বাস ভঙ্গের মত কিছু করেনি। সমস্যাটা আপনারই। আপনি বুঝতে পারছেন না যে সত্যি আপনাকে ভালোবাসে না। এসব ক্ষেত্রে দায়ী করে চাপ দিয়ে, ইমোশন দেখিয়ে লাভ হয় না। বরং হারানোর ভয় না করে পাওয়ার অপেক্ষা করা যায়।